OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 649
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 645 - 649
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

উৎপল দত্তের নাট্যচিন্তায় গণনাট্য সংঘ

পিয়াসা চৌধুরী
প্রাক্তনী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: piyasa.chowdhury@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
গণনাট্য সংঘ, উৎপল দত্ত, ভাঙা বন্দর, চার্জশীট, ভোটের ভেট, দলিল।

Abstract

Discussion

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে ব্যাঙ্গালোরে অনিল ডি সিলভার উদ্যোগে গণনাট্য সংঘ (Indian People's Theatre Association বা সংক্ষেপে I.P.T.A.) স্থাপিত হয়। ১৯৪২-এ বোম্বাই-এ পিপলস্ থিয়েটার-এর প্রথম যে সংগঠনটি গঠিত হয় তার মারাঠি নাম ছিল জননাট্য সংঘ। পাশাপাশি বাংলাতেও ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ-এর নাট্যশাখা হিসাবে ১৯৪২ থেকে গণনাট্য সংগঠনের কার্যক্রম শুরু। ১৯৪৩ সালে গণনাট্য সংঘ-র সর্বভারতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠার আগেই ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ 'ড্রামা সেল' নাট্য প্রযোজনা মঞ্চস্থ করে। এই 'ড্রামা সেল'-এর নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল গণনাট্য বিভাগ রূপে। ১৯৪৩-এর ২৩ মে – ১ জুন পর্যন্ত বোম্বাইতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি-র প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, একই সঙ্গে বোম্বাইতে ২২মে-২৫মে অনুষ্ঠিত হয় নিখিল ভারত প্রগতি সংঘ-এর ৩য় সম্মেলন। এই সম্মেলনেই গঠিত হয় গণনাট্য সংঘ-র সর্বভারতীয় সংগঠন – ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (Indian People's Theatre Association বা সংক্ষেপে I.P.T.A.), ১৯৪৩ সালের ২৫ মে। নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে মানুষের আশা-আকাঙ্খাকে, সংগ্রামী চেতনাকে রূপ দেবার জন্যই ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-এর জন্ম।

বিশ্বরাজনীতির এক উত্তাল সময়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আবির্ভাব। ভারতের অবস্থা তখন আরো সংকটময়। ফলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত পটভূমি, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা, মন্বন্তর, কালোবাজারির রমরমা প্রভৃতি ভারতীয় গণনাট্য সংঘকে জনগণের মুখোমুখি হতে বাধ্য করে। শ্রেণিসংস্কৃতি বিশেষত কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বাধীন জনগণের সংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশকে প্রাধান্য দেওয়াই ছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-এর মূল লক্ষ্য, যেখানে নাট্য আন্দোলনের চরিত্র নির্মাণকর্তা হলো জনগণ। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-এর এই নাট্যচেতনাই স্বভাবত উৎপল দত্তকে আজীবন তাড়িত করে। তাই ১৯৫১ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-এ যোগদান প্রসঙ্গে উৎপল দত্তের অকপট স্বীকারোক্তি –

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 649
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "১৯৫১ সালে সলিল চৌধুরী একদিন আমাদের বাড়িতে আসে ও গণনাট্য সংঘে যোগদান করতে অনুরোধ জানায়। আমি রাজি হয়ে গেলাম। এই কারণে যে কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক প্লাটফর্ম এই গণনাট্য সংঘ। সেখানে তো প্রতিটি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী শিল্পীর একত্র হওয়া উচিত। তারপর এলেন স্বয়ং সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘের সেক্রেটারি নিরঞ্জন সেন অনুরোধ জানাতে।"[১]

১৯৫০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে মূলত সলিল চৌধুরীর চেষ্টায় ও সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘের সেক্রেটারি নিরঞ্জন সেন-এর একান্ত আগ্রহে উৎপল দত্ত 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' থেকে ছুটি নিয়ে গণনাট্য সংঘের মধ্য কলকাতার শাখায় যোগদান করেন। গণনাট্য সংঘের এক সংকটময় পরিস্থিতিতে শ্রীদত্ত তাঁর নিজস্ব থিয়েটার দলের যাবতীয় কাজ স্থগিত রেখেই গণনাট্য সংঘে যোগদান করেন। আসলে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর শম্ভু মিত্র ও তাঁর সহযোগীরা ১৯৪৮ সালে গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করে নিজস্ব নাট্যদল 'বহুরূপী' গঠন করেন। ফলত. গণনাট্য সংঘ সেইসময় বেশ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। অতএব গণনাট্য সংঘের এইরূপ ভাঙনের কালে শ্রীদত্তের গণনাট্য সংঘে যোগদান গণনাট্য সংঘকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় মিনার্ভা হলে উৎপল দত্তের প্রথম পরিচালনা রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক (২১ মার্চ, ১৯৫১) এবং প্রথম অভিনয় রঙমহল প্রেক্ষাগৃহে পানু পাল রচিত 'ভাঙা বন্দর' নাটক (১৭ এপ্রিল, ১৯৫১)। গণনাট্য সংঘে উৎপল দত্ত পরিচালনা করেন রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন', গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদৌল্লা', মাইকেল মধুসূদনের 'একেই বলে সভ্যতা', 'বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অলীকবাবু'। পাশাপাশি অভিনয়ের ক্ষেত্রেও দেখান অপার মুন্সীয়ানা। গণনাট্য সংঘে যোগদান পর্বেই অর্থাৎ ১৯৫১ সাল থেকেই মার্কসবাদে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত পথনাটকের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। ১৯৫১ সাল থেকেই গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে সারা দেশব্যাপী বন্দীমুক্তি আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় গণনাট্য সংঘের হয়ে গ্রামেগঞ্জে, মাঠেঘাটে, কলকারখানায় একাধিক পথনাটকে শ্রীদত্ত উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেন। গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় উমানাথ ভট্টাচার্যের 'চার্জশীট', পানু পালের রচিত ও পরিচালিত 'ভোটের ভেট' (১৯৫২ সালের নির্বাচনী প্রচারের উদ্দেশ্যে), ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' নাটকেও তিনি অভিনয় করেন। উৎপল দত্তের স্বীকারোক্তি –

> "বাস্তুহারাদের নিয়ে লেখা ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' নাটকেই গণনাট্য সংঘে আমার শেষ অভিনয়।"[২]

উৎপল দত্ত ১৯৫১-৫২ সালের মধ্যে মাত্র ১০ মাস গণনাট্য সংঘে ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব বয়ান, -

> "...কিন্তু আমি গণনাট্য সংঘে থাকতে পারলাম না। নের্তৃত্বের একাংশ কোনো অজ্ঞাত কারণে আমাকে নানা উদ্ভট রাজনৈতিক বিচ্যুতির দায়ে অভিযুক্ত করতে লাগলেন – তাও কখনো মুখের ওপরে নয়, আড়ালে। একটা ব্যাপক ফিসফাস চালু হোলো। বিসর্জন অভিনয় করেছি, সুতরাং আমি স্বভাবতই ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া ভাবধারা আমদানী ক'রে গণনাট্যের সংগ্রামী ঐতিহ্য নষ্ট করতে চাইছি। পথনাটিকায় আমার উৎসাহ, সুতরাং স্বভাবতই আমি অতি বামপন্থী ট্রট্স্কিবাদী, প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামে গণনাট্যকে জড়িয়ে ফেলে সংগঠন বিপন্ন করেছি। আমি একধারে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী বিচ্যুতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে পড়লাম। কোনো মিটিঙে বলতে চেষ্টা করেছিঃ গণনাট্য সংঘ একই সঙ্গে বিসর্জন এবং চার্জশীট অভিনয় ক'রে তার প্রকৃত দায়িত্ব পালন করছে, ক্লাসিক ও প্রচার পাশাপাশি বজায় রেখেছে, প্রোপাগাণ্ডা ও এজিটেশন দুটিই চালু রেখেছে। উত্তর নেই, মৌন।"[৩]
>
> "উৎপল কখনো কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না, ছিলেন না গণনাট্যসংঘেরও সদস্য [যদিও উৎপল দত্তের 'নাটক সমগ্র'-এর ভূমিকায় লেখা হয়েছে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অতি স্বল্পায়ু সদস্য...,']। নাটক করার জন্যই তিনি নিজের দল থেকে ছুটি নিয়ে গণনাট্য সংঘে অংশগ্রহণকারী হিসাবে আসেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 649
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> ...এবং দেখিয়ে দিলেন যে গণনাট্য সংঘের নাটক শুধুমাত্র সমকালীন সমাজদ্বন্দ্ব কিংবা কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের সংগ্রামের নাটকই নয়, তাতো থাকবেই। তাঁর সঙ্গে উৎপল যোগ করলেন সব ক্লাসিক নাটক। কেন না, শোষকশ্রেণী ক্লাসিক নাটককে তাদের মুখপাত্র হিসেবে, তাদের মতবাদের প্রবক্তা হিসেবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে চায়। প্রয়োজনে সেগুলিকে মসীলিপ্ত করো কিংবা বিস্মৃতির অতলে পাঠাবার ব্যবস্থা করো। উৎপল দত্তের মতে: 'শোষিত শ্রেণীর কর্মীর অন্যতম দায়িত্ব অতীতের মহৎ শিল্পসাহিত্যকে যথার্থ মূল্যায়ন করে নিজশ্রেণীর প্রয়োজনে ব্যবহার করা। এবং শোষকশ্রেণীর দাবীকে নস্যাৎ করে তার শ্রেণীচরিত্রকে জনমানসে হেয় করে তোলা। কারণ শোষকের একটা চিরকালীন চক্রান্ত হলো অতীতের শিল্পসাহিত্যের সুমহান ঐতিহ্যকে জনসমক্ষ থেকে আড়ালে সরিয়ে রাখা এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা' ['গৌরচন্দ্রিকা' – এপিক থিয়েটার/ গণনাট্য সংঘ স্মৃতি সংখ্যা, মে ১৯৭৭]।"[৪]

গণনাট্য সংঘের স্বল্পকালীন সদস্য হয়েও গণনাট্যের আদর্শ ও আন্দোলনের প্রতি শ্রীদত্ত আজীবন গভীর আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর গভীর বিশ্বাস, -

> "শোষিত শ্রেণীর কর্মীর অন্যতম দায়িত্ব অতীতের মহৎ শিল্পসাহিত্যকে যথার্থ মূল্যায়ন করে নিজশ্রেণীর প্রয়োজনে ব্যবহার করা। এবং শোষকশ্রেণীর দাবীকে নস্যাৎ করে তার শ্রেণীচরিত্রকে জনমানসে হেয় করে তোলা। কারণ শোষকের একটা চিরকালীন চক্রান্ত হল অতীতের শিল্পসাহিত্যের সুমহান ঐতিহ্যকে জনসমক্ষ থেকে আড়ালে সরিয়ে রাখা এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা।"[১৫]

আর এই বিশ্বাস থেকেই দেশ-বিদেশের গণনাট্য আন্দোলনের প্রতিও তিনি ছিলেন সমভাবে শ্রদ্ধাশীল। গণনাট্য সংঘের স্বল্পকালীন অভিজ্ঞতা উৎপল-মানসে কী গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার প্রমাণ মেলে তাঁরই স্মৃতিচারণে –

> "মোটে দশ মাস গণনাট্যে। কিন্তু এই দশ মাসে যা সঞ্চয় করেছি তার তুলনা কোথায়? সর্বভারতীয় শান্তি উৎসবে আমাদের বিশাল দেশের নানা প্রান্ত থেকে আগত লোকশিল্পীর সমাবেশ দেখেছি। পাঞ্জাবি ভাংরা – আশ্রিত অপেরার লস্কর দিলাত্ দেখে শিহরিত হয়েছি, ওমর শেখ আর গভংকরের গান শুনে মহারাষ্ট্রকে অনুভব করেছি বুকের মধ্যে, পৃথ্বিরাজ কাপুরের 'পাঠান' দেখে রোমাঞ্চিত দেহে অভিবাদন জানিয়েছি। গণনাট্যের অঙ্গনে সারা দেশ এক দেহে লীন। উর্দু কবিতার আসর থেকে রমেশ শীল – শেখ গোমানীর কবির লড়াই, গুজরাটের ভাওয়াই থেকে উত্তর প্রদেশের নৌটংকি, অন্ধ্রের বুরা কথা থেকে কাশ্মীরের ব্যালে, আসামের বিহু থেকে ময়ূরভঞ্জের ছৌ – সে এক মিছিল।
>
> ঐ দশ মাসে দেখেছি হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে গান লিখতে, উদার হাসি হেসে গানের স্কোয়াডকে শেখাতে, সব নতুন ও নবীনকে দু'হাতে জড়িয়ে নিতে। দেখেছি বিজন ভট্টাচার্যকে ফকিরের বাশ পরে মঞ্চে দাঁড়িয়ে সুরের বন্যা বইয়ে দিতে। সলিল চৌধুরীকে দেখেছি তুড়ি মেরে হঠাৎ মনে আসা একটা আলগা সুরকে মুখরা-অন্তরায় বাঁধতে। মৃণাল সেনকে দেখেছি ঘর্মাক্ত মুখে ছায়ানাট্যে আলো ফেলতে আর তাপস সেনকে খালি গায়ে মধ্যমা আর তর্জনীর ফাঁকে সিগারেট ধরে মাচায় বসে স্পষ্ট ধরতে।
>
> আর দেখেছি পানু পালকে। '৫১ সালে শুরু হল বন্দীমুক্তি আন্দোলন। চারিদিকে সমাবেশ আর মিছিল। শ্রী ভূপতি নন্দীর গৃহে গণনাট্যের মহলার মাঝখানে ক্ষুদ্রাকার কিন্তু দীপ্ত পানু পাল প্রস্তাব তুললেন, আজিটপ্রপ, আজিটপ্রপ চাই। পথনাটিকা চাই। ...গণনাট্য সংঘ আমাকে জনতার মুখরিত সখ্যে নিয়ে গেল। একটা ঘুম ভেঙে গেল। একটা আলোকিত জাগরণে মেতে উঠলাম।"[৫]

গণনাট্য সংঘের যে আদর্শ আমৃত্যু শ্রীদত্তের নাট্য রচনা ও প্রয়োজনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল তা হল, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে মেহনতি মানুষ তার সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। নাটক হবে বাস্তব সমস্যা কেন্দ্রিক এবং জনগণই হবে নাটকের মূল নিয়ন্তা। অতএব এপর্বেই শ্রীদত্তের শ্রেণী সচেতনতার সূত্রপাত। গণনাট্য সংঘে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 649
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

থাকাকালীন 'ভাঙা বন্দর', 'চার্জশীট', 'ভোটের ভেট', 'দলিল' প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ নাটক ও ছোট পথনাটকে অভিনয় শ্রীদত্তকে সমকালীন রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল করে তোলে। তাই গণনাট্য সংঘের স্থায়ী সদস্য না হয়েও কিংবা নিজেকে কখনো গণনাট্যকর্মী হিসাবে দাবি না করেও তিনি নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেন, -

> "শোষিত জনতার পক্ষে গণনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রদর্শিত পথে যে গণনাট্য ধারা আজও প্রবাহিত, তাকে বিপুল বেগে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়া সমাজ সচেতন সংগ্রামী নাট্যশিল্পীর অবশ্য কর্তব্য।"[৬]

ইংরাজি নাটকের পরিধি থেকে বাংলা নাটকের সখ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে এসে নিজের প্রতিভাকে পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে, ১৯৪৮ সালে মার্কসবাদে আকৃষ্ট হওয়ার পর উৎপল দত্তের নাট্যভাবনাতে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, তা পরিপূর্ণতা পায় গণনাট্য সংঘের স্বল্পকালীন সান্নিধ্যে। গণনাট্য সংঘে অভিনয় ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে তাঁর নাট্যচিন্তায় যেসব নতুন ভাবনার উদ্রেক ঘটেছিল, তা হল –

> "বুর্জোয়া বাস্তবতাবাদের বিরুদ্ধে এটা ছিল শ্রেণীসচেতন গণনাট্য সংঘের অভিযান।"[৭]

এ পর্বে গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত থেকে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বৃহত্তর জনতার সম্মুখীন হয়ে তিনি উপলব্ধি করেন –

> "গণনাট্যের মূলস্রোতে নিয়ে আসতে হবে দেশজ লোকনাট্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের রক্তপ্রবাহ।"[৮]

কিন্তু "পাতিবুর্জোয়া ঈর্ষা বড় তীব্র বিষ"[৯] – এই বিষকামড়ের ফলশ্রুতি হল গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করে উৎপল দত্তের পুনরায় 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'-এ যোগদান। নাটকজীবনের সূচনা থেকে তাঁর সব অভিনয়ই ইংরেজি ভাষায়, বিদেশী নাট্যকারের নাটক হলেও "গণনাট্য সংঘ যে আদর্শে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল, সে আদর্শকে আঁকড়ে ধরার বাসনা আমাদের প্রায় সবাইকে পেয়ে বসেছিল। নাটক হবে বাংলায়, নাটক হবে অসংখ্য সাধারণ মানুষের জন্য, নাটক কইবে সংগ্রামের কথা – সর্বস্তরের সংগ্রাম, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। মিটিং করে স্থির করা হোলো লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ সম্পূর্ণত বাংলা নাটকে মনোনিবেশ করবে।"[১০] অতএব এপর্বে মার্কসবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ উৎপল দত্তের নাটক হয়ে উঠল সমাজসচেতন মূলক প্রতিবাদী নাটক – বাংলা ভাষার নাটক। পাশাপাশি নাটকের বিষয়বস্তুও হয়ে উঠল তাঁর নাট্যচিন্তা, চেতনা ও আদর্শের পরিপন্থী।

Reference:

১. 'থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত', দর্শন চৌধুরী, 'সাহিত্য প্রকাশ', ৬০ জেমস লঙ্ সরণি, কলিকাতা ৭০০০৩৪, প্রথম সংস্করণ: ১০ অক্টোবর [মহালয়], ২০০৭, পৃ. ৩৩ (অতঃপর গ্রন্থটি 'থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত' নামে উল্লিখিত হবে।)
২. 'উৎপল দত্ত: জীবন ও সৃষ্টি', অরূপ মুখোপাধ্যায়, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, 'নেহেরু ভবন', 5 ইন্সটিটিউশনাল এরিয়া, বসন্ত্ কুঞ্জ, ফেস্- II, নয়াদিল্লি- 110070 কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ: 2010, পৃ. ৬৪ (অতঃপর গ্রন্থটি 'উৎপল দত্ত: জীবন ও সৃষ্টি' নামে উল্লিখিত হবে।)
৩. 'লিটল থিয়েটার ও আমি', উৎপল দত্ত, 'নাট্য সমাচার', জামশেদপুর নাট্য সম্মেলনীর মুখপত্র, উৎপল দত্ত স্মরণ সংখ্যা ১৯৯৩, সম্পাদক: ধীরাজ জানা, কার্যালয়: ৮৯, টি. আর. গণ্ডক রোড, সাকচী, জামশেদপুর ৮৩১০০১, পৃ. ৭ (অতঃপর পত্রিকাটি 'লিটল থিয়েটার ও আমি' নামে উল্লিখিত হবে।)
৪. 'থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত', পৃ. ২৩
৫. 'লিটল থিয়েটার ও আমি', পৃ. ৬
৬. 'থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত', পৃ. ২৪
৭. 'থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত', পৃ. ২৫

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 649
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৮. 'উৎপল দত্ত: জীবন ও সৃষ্টি', পৃ. ৭৪
৯. 'লিটল থিয়েটার ও আমি', পৃ. ৭
১০. 'লিটল থিয়েটার ও আমি', পৃ. ৭

Bibliography:

অরূপ মুখোপাধ্যায়, 'উৎপল দত্ত: জীবন ও সৃষ্টি', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, 'নেহেরু ভবন', 5 ইন্সটিটিউশনাল এরিয়া, বসন্ত কুঞ্জ, ফেস্- II, নয়াদিল্লি- 110070কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ: 2010

দর্শন চৌধুরী, 'থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত', 'সাহিত্য প্রকাশ', ৬০ জেমস লঙ্ সরণি, কলিকাতা- ৭০০০৩৪, প্রথম সংস্করণ: ১০ অক্টোবর [মহালয়], ২০০৭

পত্রিকাপঞ্জি:

'নাট্য সমাচার', জামশেদপুর নাট্য সম্মেলনীর মুখপত্র, উৎপল দত্ত স্মরণ সংখ্যা ১৯৯৩, সম্পাদক: ধীরাজ জানা, কার্য্যালয়ঃ ৮৯, টি. আর. গগুক রোড, সাকচী, জামশেদপুর ৮৩১০০১